দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 0 8 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে

শিক্ষকদের জেলে নেয়ার ঘটনা জাতির জন্য কলঙ্ক

শাহজাহান শুভ ঃ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিগত বছর নানা কারণে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। উচ্চশিক্ষায় বড় ধরনের কোনো অগ্রগতি না হলেও ১০ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে জেলে নেয়ার ঘটনা জাতির জন্য কলঙ্ক বয়ে এনেছে। ছাত্র বিক্ষোভের কারণে দীর্ঘদিন অনির্ধারিত বন্ধ থাকায় কয়েক মাসের বাড়তি সেশনজটে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক বছরে উচ্চশিক্ষায় বড় অর্জন হলো দলীয় ক্যাডারমুক্ত ক্যাম্পাস। বন্ধ হয়েছে ছাত্র রাজনীতির নামে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের হয়রানি। এছাড়া দুর্নীতির দায়ে বেশ কয়েকজন ভিসি'র অপসারণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকশ ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ার ঘটনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে সরকার ও শিক্ষকদের বিরোধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃঃ৫ঃ কঃ ৪

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১ বছর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমাবর্তনে ড. ইউনূসের যোগদানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, অনুমোদন ছাড়া বিদেশে অবস্থানকারী ২০ শিক্ষককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়াসহ নানা ঘটনায় সরব ছিল দেশের প্রতিনিধিত্বশীল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো।

দেশের বিশেষ রাজনৈতিক পেক্ষাপটে গত ১১ জানুয়ারী বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিবর্তন শুরু হয়। শুরুতেই বিগত বিএনপি-জামায়াত সরকারের ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা ক্যাম্পাস ছেড়ে পালায়। বন্ধ হয় দখলনারিত্বের ছাত্র রাজনীতি। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে রাতারাতি গা-ঢাকা দেয় ছাত্র রাজনীতির রথী-মহারথীরা। মার্চের দিকে বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান গ্রেফতারের প্রতিবাদে জরুরী অবস্থা ভেঙে ক্যাম্পাসে মিছিল করায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জড়িয়ে পুরোপুরি ক্যাম্পাস ছাড়তে হয় ছাত্রদলকে। এরপর বিভিন্ন সময় সংস্কারের ধুয়া তুলে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করেও সফল হয়নি।

বছরের শুরুতেই জাতীয় আলোচনায় স্থান পায় ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎ কি হবে বা আদৌ ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন আছে কি না। বিভিন্ন মহল থেকে দেশজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব আসে। ২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম সমাবর্তনে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ছাত্র রাজনীতির ক্ষতিকর দিকগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নির্বাচন কমিশনও এক সময় ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠনের লেজুড়বৃত্তি বন্ধের কথা বলেছিল। কিন্তু এরপর হঠাৎ করেই থেমে যায় এ সংক্রান্ত আলোচনা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে কয়েক মাস ক্যাম্পাসগুলোতে নির্বিঘ্নে শিক্ষাকার্যক্রম চলে। শিক্ষা ও গবেষণার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তবে আন্দোলন-বিক্ষোভ একেবারে থেমে থাকেনি। ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম সমাবর্তনে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. ইউনূসের যোগদানকে কেন্দ্র করে শুরু হয় প্রথম বিক্ষোভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক ও ছাত্ররা ড. ইউনূসকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল আখ্যা দিয়ে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে তার যোগদানের বিরোধিতা করে। আন্দোলন-বিক্ষোভ এবং প্রগতিশীল শিক্ষক-ছাত্রদের স্লোগানের মধ্য দিয়ে ড. ইউনূস সমাবর্তনে যোগ দিলেও সমাবর্তন বক্তা হতে পারেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ আন্দোলনই ড. ইউনূসের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ শেষ করে দেয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ বিভিন্ন সময় ক্যাম্পাসে আন্দোলনের চেষ্টা করে।

ফেলে আসা বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো আগস্টের ছাত্র বিক্ষোভ। ২০ আগস্ট বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সেনা সদস্যের হাতে এক ছাত্রের প্রহৃত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে। খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে ওই দিন বিকালে সেনা সদস্য ও ছাত্রদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

উদ্ভূত শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি শান্ত হলেও সন্ধ্যা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবীতে বিক্ষোভ শুরু করে শিক্ষার্থীরা। রাত ৮টার দিকে শিক্ষার্থীদের মিছিলে পুলিশের উন্নত হামলা বিক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়ার কাজ করে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে বিক্ষোভের মাত্রাও। পরের দিন এ বিক্ষোভ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারসহ শিক্ষার্থীদের দাবী মেনে নেয়া সত্ত্বেও আন্দোলন থামেনি। ২২ আগস্ট ছাত্র বিক্ষোভ দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগীয় শহরের কলেজ ছাড়িয়ে রাজপথে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষক-ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেয়। ছাত্র আন্দোলন রূপ নেয় দেশব্যাপী বিক্ষোভ ভাঙচুরে। এ পরিস্থিতিতে ২২ আগস্ট সন্ধ্যায় দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে সরকার। একই সঙ্গে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভাগীয় শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। খালি করে দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আবাসিক হল এবং হোস্টেল। ছাত্র বিক্ষোভে মদত দেয়ার অভিযোগে ২৩ আগস্ট রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আনোয়ার হোসেন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর হারুন অর রশিদকে আটক করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। একই দিন গ্রেফতার করা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষককে। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিভিন্ন থানায় হাজার হাজার লোককে বেনামী আসামী করে সরকারের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ৪টি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয় সরকার। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জগন্নাথ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয় অক্টোবরের শেষ দিকে। ৭৬ দিন অনির্ধারিত বন্ধের কারণে বড় ধরনের সেশনজটে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এ সময় শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থগিত করতে হয় প্রায় সাড়ে ৬শ' পরীক্ষা। শিক্ষার্থীরা নতুন করে ৬ থেকে ৭ মাসের সেশনজটে পড়ে।

সরকারের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলায় সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষক ও ১৫ ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয়া হয়। এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মামলায় ৬ শিক্ষক ছাড়াও বেশ কিছু ছাত্রকে দায়ী করা হয় অভিযোগপত্রে। ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শিক্ষককে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। সাত হপ্তার পর সাধারণ ক্ষমার আওতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাড়া পেয়ে যান। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা এখনো কারাগারে বন্দী রয়েছেন। নানামুখী তৎপরতা সত্ত্বেও মুক্তি পাননি শিক্ষক-ছাত্ররা। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কম্প্রোমাইজিং মনোভাবকেই দায়ী করছেন প্রগতিশীল শিক্ষক-ছাত্ররা।

ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার সুপ্রিমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানকে প্রধান করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে। ৪৫ কার্যদিবসে ঘটনার তদন্ত শেষে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে কমিশন। রিপোর্টে ছাত্র বিক্ষোভের জন্য সরাসরি কোনো পক্ষকে দায়ী না করলেও বিশেষ মহলের ইন্ধন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। তদন্ত কমিশন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু পরামর্শও দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা গোটা বছরই ছিলেন আলোচনায়। শুরুতেই পাহাড় দুর্নীতির অভিযোগে অপসারণ করা হয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এরশাদুল বারীকে। বছরের শেষ দিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ এবং প্রো-ভিসি প্রফেসর জামাল উদ্দিনকে অপসারণ করা হয় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। সরকার বিভিন্ন উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ করছে- এ ধরনের অভিযোগে সোচ্চার ছিলেন শিক্ষকরা। তাছাড়া '৭৩-এর অধ্যাদেশ বাতিল, অভিন্ন আইন নিয়েও নানামুখী আলোচনায় সরব ছিল উচ্চ শিক্ষাঙ্গন।

গত বছরের আরেকটি বহুল আলোচিত বিষয় ছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া শিক্ষার্থী ও জাল সনদধারী ধরা পড়ার ঘটনা। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ উপায়ে ভর্তি হয়েছে এমন ১৬৯ জনের ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ে। এসব ভুয়া শিক্ষার্থীর সনদ ইতোমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। বছরের শেষের দিকে অননুমোদিত ছুটিতে বিদেশে অবস্থানকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ শিক্ষককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অনুমতি ছাড়া বিদেশে অবস্থান করছে এ ধরনের আরো কিছু শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানা গেছে।